আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২০ নভেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ৯৫	২০ নভেম্বর হতে ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৬ নভেম্বর হতে ১৯ নভেম্বর,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৬ নভেম্বর	১৭ নভেম্বর	১৮ নভেম্বর	১৯ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.১	৩০.৫	২৯.৬	৩০.৫	২৯.৬-৩২.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.৫	২১.৩	২০.৫	২০.৫	২০.৫-২২.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৪.০-৯৪.০	৪৬.০-৯৭.০	৫২.০-৯২.০	৪৯.০-৯২.০	৪৬.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	৩.৭	১.৯	০.০	০.০-৩.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	০	১	০	০-১
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২০ নভেম্বর হতে ২৪ নভেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৯-২৭.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.১-১৬.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬১.০-৮৬.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৪.৩-৪.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায়
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান :

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করার ১৫ দিন আগে জমি থেকে সম্পূর্ণভাবে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ৮০% ফসল পরিপক্ক হয়ে গেলে ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের সময় কালো শীষ পাওয়া গেলে পুড়িয়ে ফেলুন।
- নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি ক্লোরোপাইরিফস বা ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হেক্সাকোনাজল বা টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিম্নলিখিত হারে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন:
    - কার্বোফুরান@১০কেজি/হেক্টর অথবা কারটাপ@১৪কেজি/হেক্টর অথবা ফিপ্রোনিল@১মিলি/লিটার পানি অথবা ডায়াজিনন@১৭কেজি/হেক্টর
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব অথবা থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- থোড় পর্যায়ে ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি অথবা ০.৬ গ্রাম ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোকার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন। রাতে জমির পাশে আগুন জ্বালিয়ে গান্ধী পোকার বিস্তার কমানো যেতে পারে।

সবজিঃ

- হালকা সেচ দিন।
- ফুলকপি, বাঁধাকপিতে কালো পচা রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ০১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০ টি করে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পেপের ছাতরা পোকা আক্রমন করলে আক্রান্ত অংশ/গাছ তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাছাকাছি পিপড়ার ডিবি থাকলে ধ্বংস করতে হবে।

বোরো ধানঃ

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ নিন। এই মৌসুম ঘূর্ণিঝড় প্রবণ, কাজেই উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায় ভিত্তিক তৈরি করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- বীতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

আলুঃ

- বর্তমান আবহাওয়া আলু জমি তৈরি ও লাগানোর জন্য আদর্শ।
- আলু লাগানোর ০১ মাস আগে ০২ টন/ বিঘা হারে কম্পোষ্ট বা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমন হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসলঃ

আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা বিভিন্ন উদ্যান ফসল যেমন পেপে, আম, কলা পেয়ারা ইত্যাদি লাগানোর জন্য পরামর্শ। কাজেই এসব অবিলম্বে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। কচি ফল গাছে সেচ প্রদান করুন।

গবাদী পশুঃ

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিন।
- তরকা, খুরা এবং পিপিআর রোগের জন্য গবাদী পশুকে নিয়মিত টিকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝ পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- সুষম খাবার খাওয়ান।
- গবাদী পশুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান যাতে করে দুধ ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

হাঁসমুরগীঃ

- পশু চিকিৎকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টিকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই বার পোলট্রি শেড পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- সন্ধায় ১-২ ঘন্টা বাল্বের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করুন।

মংস্যঃ

পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে-

- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ দেখে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রোদ্রজ্জ্বল দিনে খাবার দিন।